মোবাইলের IMEI পরিবর্তন সংক্রান্ত অপরাধ এবং তদন্ত কার্যক্রম

ইলিয়াস হোসেন
পুলিশ পরিদর্শক (নিঃ)
স্পেশাল এ্যাকশন গ্রুপ
কাউন্টার টেরোরিজম এ্যান্ড ট্রান্সন্যাশনাল ক্রাইম
ডিএমপি, ঢাকা।
+৮৮০১৯১৯৯৩৩২২১
saymeonline@gmail.com

IMEI- International Mobile Equipment Identity The IMEI (International Mobile Equipment Identity) is a unique number to identify GSM, WCDMA, and iDEN mobile phones, as well as some satellite phones. Mostly phone have one IMEI number, but in dual SIM phones are two.

The IMEI is only used for identifying the device and has no permanent or semi-permanent relation to the subscriber. The number is used by the GSM network to identify valid devices and therefore can be used for stopping a stolen phone from accessing the network in that country.

The Structure of an IMEI Number

IMEI numbers either come in a 17 digit or 15 digit sequences of numbers. The IMEI format currently utilized is AA-BBBBBB-CCCCCC-D:

- •AA: These two digits are for the Reporting Body Identifier, indicating the GSMA approved group that allocated the TAC (Type Allocation Code).
- •BBBBBB: The remainder of the TAC (FAC)
- •CCCCCC: Serial sequence of the Model (SNR)
- •D: Luhn check digit of the entire model or 0 (This is an algorithm that validates the ID number) (CD)

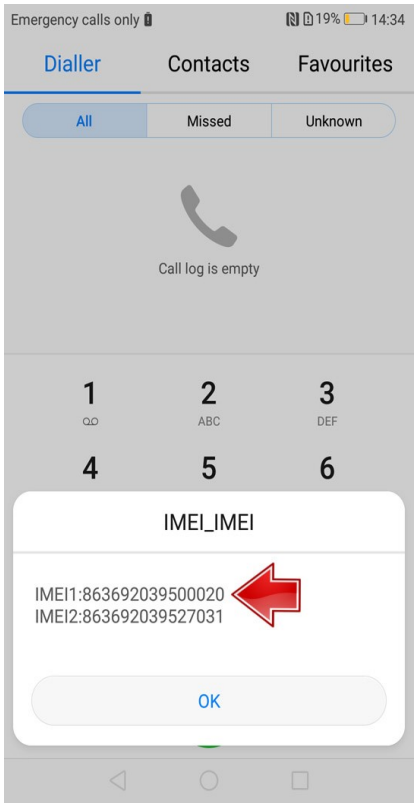

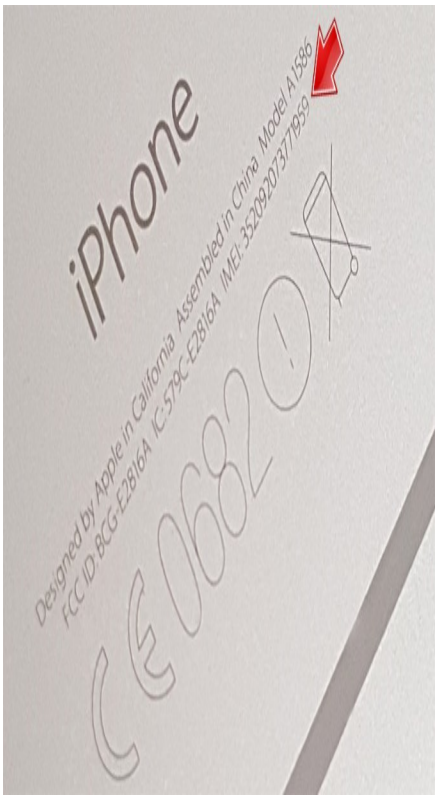

Check digit computation

The last number of the IMEI is a check digit, calculated using the Luhn algorithm, as defined in the IMEI Allocation and Approval Guidelines:

> The Check Digit shall be calculated according to Luhn formula . The Check Digit is a function of all other digits in the IMEI. The Software Version Number (SVN) of a mobile is not included in the calculation.
> The purpose of the Check Digit is to help guard against the possibility of incorrect entries to the CEIR and EIR equipment.
>
> The presentation of the Check Digit both electronically and in printed form on the label and packaging is very important. Logistics (using bar-code reader) and EIR/CEIR administration cannot use the Check Digit unless it is printed outside of the packaging, and on the ME IMEI/Type Accreditation label.
>
> The check digit is not transmitted over the radio interface, nor is it stored in the EIR database at any point. Therefore, all references to the last three or six digits of an IMEI refer to the actual IMEI number, to which the check digit does not belong.

The check digit is validated in three steps:

1.Starting from the right, double every other digit (e.g., 7 → 14).
2.Sum the digits (e.g., 14 → 1 + 4).
3.Check if the sum is divisible by 10.

Conversely, one can calculate the IMEI by choosing the check digit that would give a sum divisible by 10. For the example IMEI **490154203237512**,

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
IMEI	4	9×2	0	1×2	5	4×2	2	0×2	3	2×2	3	7×2	5	1×2	x
Double every other	4	18	0	2	5	8	2	0	3	4	3	14	5	2	x
Sum digits	4 + (1 + 8) + 0 + 2 + 5 + 8 + 2 + 0 + 3 + 4 + 3 + (1 + 4) + 5 + 2 + x = 52 + x														

To make the sum divisible by 10, we set x = 8, so the complete IMEI become 490154203237518

একই ব্রান্ডের/ মডেলের মোবাইলের IMEI পরিবর্তন করে একই ব্রান্ডের/ মডেলের অন্য একটি মোবাইলের IMEI ব্যবহার করা হলে Online Website এ Check করে বলা যায় না যে, IMEI পরিবর্তন করা হয়েছে। এখানে IMEI পরিবর্তনের কাজে ব্যবহৃত ডেস্কটপ/ল্যাপটপ পরীক্ষা করা হলে IMEI পরিবর্তনের তথ্যাদি পাওয়া যেতে পারে।

সমস্যা ০১ ঃ আপনার থানা এলাকার জনৈক মোবাইল মেকার মোবাইলের IMEI পরিবর্তন করে বলে সোর্স মারফৎ জানতে পারলেন। এমতাবস্থায় আপনি কি আইনগত ব্যবস্থা গ্রহন করতে পারেন?

তদন্তকারী হিসেবে প্রাথমিক করনীয়ঃ-

১। সন্দেহভাজন মোবাইলের IMEI চেক করবেন (On body sticker IMEI & built in IMEI).

২। কম্পিউটার চেক করবেন (IMEI পরিবর্তন করার সফটওয়্যার আছে কিনা দেখবেন)।

৩। মিরাকেল ডিভাইস (IMEI চেঞ্জ করার ডিভাইস আছে কিনা খুঁজবেন)।

৪। মোবাইলে প্রাপ্ত IMEI, imei checker website এর মাধ্যমে চেক করে দেখবেন, মোবাইলের Configuration এর সাথে website প্রাপ্ত IMEI এর সেটের সাথে মিলে কিনা।

৫। ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন ২০১৮ এর ২০ ধারায় নন এফ আই আর প্রসিকিউশন দাখিল করবেন।

মোবাইলের আইএমআই পরিবর্তনের কাজে ব্যবহৃত ডিভাইস

তদন্তকারী অফিসারকে তদন্তের প্রয়োজনে যা করতে হবে-

১। প্রাথমিকভাবে উপরেল্লখিত পদ্ধতিতে যাচাইয়ের পরে আলামত জব্দ করতে হবে।

(একই জায়গা থেকে একাধিক মোবাইলের মধ্যে যদি ৪/৫টি মোবাইলের IMEI পরিবর্তন করা হয়েছে মর্মে প্রাথমিকভাবে নিশ্চিত হওয়া যায় তবে ঐ জায়গায় প্রাপ্ত সকল মোবাইল জব্দ করা যাবে)

আইটি ফরেনসিক মতামতের জন্য যা চাইতে হবে-

১। জব্দকৃত আলামত থেকে নমুনা হিসেবে সর্বোচ্চ ০৫ টি মোবাইল (একাধিক মোবাইল একাধিক অপরাধীর নিকট থেকে জব্দ করলে প্রত্যেক জব্দ তালিকা থেকে সর্বোচ্চ ৫টি) প্রেরণপূর্বক IMEI পরিবর্তন করা হয়েছে কিনা সেই সম্পর্কে মতামত চাইতে হবে।

২। জব্দকৃত ডেস্কটপ/ল্যাপটপ এর হার্ডডিস্কে মোবাইলের IMEI পরিবর্তন করার জন্য Software ব্যবহার করা হয়েছে কিনা? (ডেস্কটপ/ল্যাপটপ জব্দ করলে এমন প্রশ্ন করতে হবে)
৩। জব্দকৃত ডিভাইসগুলো IMEI পরিবর্তন করার কাজে ব্যবহার করা হয় কি? (মিরাকেল ডিভাইস জব্দ করলে এমন প্রশ্ন করতে হবে)

ফরেনসিক পরীক্ষার মাধ্যমে পূর্বের IMEI কি ছিল তা জানা যাবেনা।

তবে পূর্বের কি IMEI ছিল তা জানা না গেলেও হারিয়ে যাওয়া/ চুরি হয়ে যাওয়া ফোনের IMEI পরিবর্তন করার পরেও ঐ ফোন সম্পর্কে তথ্যাদি (কোথায় আছে, বর্তমানে কোন **IP Address** ব্যবহৃত হচ্ছে) জানা যাবে যদি কিনা হারিয়ে যাওয়া বা চুরি হওয়া র পূর্বে ঐ ফোনে Gmail Account ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

https://justlast.in/can-we-get-back-lost-stolen-mobile-even-with-altered-imei/

ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন ২০১৮ এর ২০ ধারাঃ কম্পিউটার সোর্স কোড পরিবর্তন সংক্রান্ত অপরাধ ও দণ্ড। (১) যদি কোনো ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে বা জ্ঞাতসারে কোনো কম্পিউটার প্রোগ্রাম, কম্পিউটার সিস্টেম বা কম্পিউটার নেটওয়ার্কে ব্যবহৃত কম্পিউটার সোর্স কোড গোপন, ধ্বংস বা পরিবর্তন করেন, বা অন্য কোনো ব্যক্তির মাধ্যমে উক্ত কোড, প্রোগ্রাম, সিস্টেম বা নেটওয়ার্ক গোপন, ধ্বংস বা পরিবর্তন করিবার চেষ্টা করেন এবং উক্ত সোর্স কোডটি যদি সংরক্ষণযোগ্য বা রক্ষণাবেক্ষণ যোগ্য হয়, তাহা হইলে উক্ত ব্যক্তির অনুরূপ কার্য হইবে একটি অপরাধ।
(২) যদি কোনো ব্যক্তি উপ-ধারা (১) এর অধীন কোনো অপরাধ সংঘটন করেন, তাহা হইলে তিনি অনধিক ৩ (তিন) বৎসর কারাদণ্ডে, বা অনধিক ৩ (তিন) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ডে, বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।
(৩) যদি কোনো ব্যক্তি উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত অপরাধ দ্বিতীয় বার বা পুনঃপুন সংঘটন করেন, তাহা হইলে তিনি অনধিক ৫ (পাঁচ) বৎসর কারাদণ্ডে, বা অনধিক ৫ (পাঁচ) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ডে, বা উভয় দণ্ডে দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

-আইনে কোথাও বলা নাই যে, যত বেশি IMEI পরিবর্তন করবে তত শাস্তি বেশি হবে।

এই আইন সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারনা নিতে IMEI পরিবর্তন সংক্রান্ত অপরাধের জন্য মধ্যপ্রদেশ পুলিশ কর্তৃক ইন্ডিয়ান টেলিকমিউনিকেশন বোর্ডের নিকট আইনি পরামর্শ চাওয়ার প্রেক্ষিতে উক্ত বোর্ড কর্তৃক প্রদত্ত আইনি পরামর্শ যার সাথে আমাদের দেশের ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন ২০১৮ এর ২০ ধারায় উল্লেখিত শব্দের হুবহু মিল রয়েছে।

পত্রিকায় প্রকাশিত খবরের লিংক

https://www.themobileindian.com/news/rs-2-lakh-plus-2-years-jail-for-tinkering-imei-number-7219

The Information Technology Act, 2000

The prevention of tampering of the Mobile Device Equipment Identification Number, Rules, 2017

The Information Technology Act, 2000

65. Tampering with computer source documents.–Whoever knowingly or intentionally conceals, destroys or alters or intentionally or knowingly causes another to conceal, destroy, or alter any computer source code used for a computer, computer programme, computer system or computer network, when the computer source code is required to be kept or maintained by law for the time being in force, shall be punishable with imprisonment up to three years, or with fine which may extend up to two lakh rupees, or with both.

Explanation.–For the purposes of this section, —computer source code means the listing of programmes, computer commands, design and layout and programme analysis of computer resource in any form.

The prevention of tampering of the Mobile Device Equipment Identification Number, Rules, 2017

3. Tampering of Mobile Device Equipment Identification Number.—
It shall be unlawful, if a person, except the manufacturer –
(i) intentionally removes, obliterates, change, or alter unique Mobile Device Equipment Identification
Number; or

(ii) intentionally use, produce, traffic in, have control or custody of, or possess hardware or software, knowing it has been configured as specified above.

প্রযুক্তি প্রতিনিয়ত পরিবর্তনশীল; সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে আমার উল্লেখিত পদ্ধতির পরেও আরও উপায় থাকতে পারে। অপরাধ কিভাবে, কে, কখন করেছে নিয়ে তা নিয়ে আমার কাজ করার সময়ের পরে উক্ত অপরাধ করার ধরণ ও মামলা পরবর্তী সময়ে অপরাধী নির্নয় নিয়ে কাজ করার ধরণ/পদ্ধতি আমার লেখায় উল্লেখিত সমাধানের সাথে নাও মিলতে পারে।

-আপনাদের মূল্যবান সময় আমার সাথে কাটানোর জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ-